একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌতঅবকাঠামো হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো অপরিহার্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.২৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৮ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৩১ শতাংশ ও ৬.০৮ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক আছে। উক্ত সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ৩,৮১৩ কিলোমিটার (১৮%) জাতীয় মহাসড়ক, ৪,২৪৭ কিলোমিটার (২০%) আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩,২৪২ কিলোমিটার (৬২%) জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রনাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর আওতায় বর্তমানে চালু ৪১টি ফেরীঘাট, ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী ও ১৫৯টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	মোট
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭ *	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত প্রকল্পের মধ্যে ১১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। সর্বশেষ বরাদ্দ অনুযায়ী ১১৮টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৬০৭.৫৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ৩,৪০১.১৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২,২০৬.৪০ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৫ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেইনে উন্নীতকরণ, ৩৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৮৫ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ, মহাসড়কের ৭০টি ব্ল্যাকস্পটে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ২,১০০ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং এবং ৪,০০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও ১,২০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক (এন-১০৫), ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়ক) প্রকল্পের বিনিয়োগকারী নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সরকার The Motor Vehicle Ordinance 1983 স্থলাভিষিক্ত করার লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ২৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। ইতঃপূর্বে অনুমোদিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ এর আওতায় বিধি প্রণয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রক্রিয়াধীন অন্যান্য আইনের মধ্যে 'বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT) আইন' উল্লেখ্যযোগ্য।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করতঃ ত্রুটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক এলাইনমেন্ট সরলীকরণের ফলে ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি সওজ অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Improvement of Road Safety at Black Spots on National Highways' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের ১৬১টি Black Spot উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক যাত্রা স্থানে (Place of traffic origin) ওজন পরিমাপক সেতু স্থাপনের (Installation of weigh-bridge) মাধ্যমে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের সাইন-সিগন্যাল ব্যবস্থা উন্নতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১,০৭,২৩৯ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুননির্মাণ/পূনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১৩,১৯,০৩২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পূননির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ২,০১১টি গ্রোথ-সেন্টার, ২,০৪১টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৪,৮৩১ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ৩,০৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.২ এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	অর্থবছর										২০১৬-১৭ অর্থবছর ফেব্রুয়ারি,১৭) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
	জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৮ -০৯	২০০৯ -১০	২০১০ -১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রু'১৭)	
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পূণর্বাসন(কিঃমিঃ)	৬৪৬৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পূণর্বাসন (কিঃমিঃ)	৬১৯০০	৩২৭৭	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৪৫২৯	১০৭২৩৯
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১০৭০০০৩	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	২৩৫৩৪	২৯০০০	২৮৫০০	১২৮৫৮	১৩১৯০৩২

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩৩টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৫৭,৭০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ২০টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং পরিবেশবান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৪টি প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ] এর আওতায় ১২১৮.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটির কাজ জুন, ২০১৭ এ সমাপ্ত হবে যার বর্তমান ভৌত অগ্রগতি ৯০ শতাংশ। ইতোমধ্যে এই ফ্লাইওভারের ২টি অংশ যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ৬২০মিঃ দৈর্ঘ্য খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ)

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) সৃষ্টি হয়। তখন থেকে সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ অথরিটি কাজ করে যাচ্ছে। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু এ অথরিটির মূল কাজ। এ অথরিটি স্পর্শকাতর সড়ক পরিবহন সেক্টরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সক্ষম হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১,৩৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬১৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে- যার শতকরা হার ১১৯.৫৭। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩ বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৮-০৯	৫৫০০৫২৭	৬৪৬৮১৫৪	১১৭.৫৯
২০০৯-১০	৬৬০০০০০	৬৪২৫০১৪	৯৭.৩৫
২০১০-১১	৮৭০০০০০	৬৮৫২৪০১	৭৮.৭৬
২০১১-১২	৯০৩৫৮৬৩	৬৪২৩৭৪০	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১২৪৬৮	৭৬৯৮৬১৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬৫৯৫৩	৯৫২২৪৯৩	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯২৩১৫	১০৬২২৯০৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪০১৪১	১৬১৯০১৭১	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭*	১৭৭১৮৩৬৬	৯০৬০৭৮৮	৫১.১৪

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

বিআরটিএ সরকারি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি পরিবহণ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্ব ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির নিমিত্ত, পরিবেশ দূষণরোধে এবং যানজট নিরসনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- National Road Safety Action Plan,২০১৭-২০২০ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২৫,০৮৩ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬,৩০২ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া হতে পরিবেশকে রক্ষার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনসমূহকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২,৬০,৫৯০ সেট নাম্বার প্লেট ওআরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ২,৫৬,১৫০ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১,৭৮,০৭৭টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু রয়েছে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগপোযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামুলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। সারণি ১১.৪-এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) অর্থবছরের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	৯৯.৬৩	৯৪.৮৮	৪.৭৫
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৪
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭*	১৭২.৪৮	১৭৮.৫৮	৬.১০

উৎসঃ বিআরটিসি। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

ারটিসি'র উল্লেযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১৫৩৮টি বাস ও ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিসির বাস বহরে বিভিন্ন ধরনের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে বিআরটিসিতে মোট ১৯টি বাস ও ২টি ট্রাক ডিপো পরিচালিত হচ্ছে।

- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৪টি বাস ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মটর মেকানিক ও ওয়েলডিং ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা মিলে যথাক্রমে ৭,১৮৮ ও ৫,৪৮২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৭০টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ২টি স্কুল বাস ২৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত চলাচল করছে।

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবী মহিলাদের অফিসে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে কর্মজীবী মহিলা ছাড়াও শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৮টি মহিলা বাস সার্ভিস ঢাকার ১৫টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।

- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি রুট বিআরটিসি যাত্রী সেবার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৬৪১টি রুটে (স্টাফ বাসের রুটসহ) বিআরটিসি বাস চলাচল করছে।

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি

পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ঃ ডিটিসিএ এর ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় বহু মাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

Strategic Transport Plan (STP): ২০০৫ সালে ২০ বৎসর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) সংশোধন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সংশোধিত **STP** মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

Clearing House: SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন– মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট , বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e–Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে, ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়েছে। ক্লিয়ারিং হাউজের জন্য Dutch Bangla Bank Limited এর সাথে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,০০০ কার্ডসংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরো ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীণ আছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6: ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্রমবর্ধমান পরিধি ও জনসংখ্যা বিবেচনায় একটি সমন্বিত ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Transport Plan এর সুপারিশের লাকে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কি.মি.

দীর্ঘ মেট্রোরেল ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (MRT Line-6) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি নির্মাণ শেষে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTC) মেট্রোরেল পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রকল্পটি Early Commissioning এর জন্য ডিসেম্বর, ২০১৯ লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০১৯ সনের মধ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং ২০২০ সনের মধ্যে মতিঝিল পর্যন্ত চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪ মিনিট পর পর মেট্রোরেল চলবে এবং উভয় দিকে ৬০,০০০ যাত্রী চলাচল করবে। ৬টি কার যুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক ট্রেন ১,৯০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে এবং ৩৭ মিনিটে উত্তরা হতে মতিঝিলে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াত করতে পারবে।সম্পূর্ণ প্রকল্পকে ৮টি Package- এ ভাগ করে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা Strategic Transport Plan (STP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহনে উভয় দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

Traffic Management: ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশনের যানজট নিরসনে Dhaka Integrated Traffic Management কারিগরি প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টার সেকশন উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব কাজ সহসাই শুরু হবে।

MRT-1 and MRT-5: Underground Metro Rail এর সুবিধা সম্বলিত MRT Line-1 রুট: এয়ারপোর্ট -কুড়িল -গুলশান-বাড্ডা-রামপুরা-মৌচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর এবং পুর্বাচল-কুড়িল এবং MRT Line-5 রুট: হেমায়েতপুর-গাবতলী -টেকনিক্যাল -কচুক্ষেত -বনানী -ভাটারা পর্যন্ত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

সেতু বিভাগ

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের মূল কাজ হলো ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা ‘বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু’টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের যমুনা নদীর উপর ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক পথের পাশাপাশি মিশ্রগেজ রেল লাইন স্থাপন করায় রাজধানী ঢাকার সাথে রাজশাহী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং খুলনার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্বল্প সময়ে ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সহজেই যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব ায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৫: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৪	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬	৩৯১.৯৭	৪০২.৪৩	১০২.৬৬
২০১৬-১৭*	৪৫৬.৬৮	৩০৬.৬৬	৬৭.১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক এলাকা মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ২০০৮ সালে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

বর্তমান সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ সমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৪০ শতাংশ। ইতঃপূর্বে ২৫টি পাইলের Bottom ৭০ মিটার এবং ১৯টি পাইলের সম্পূর্ণ ১২৮ মিটার পর্যন্ত ড্রাইভ ও মূল সেতুর মোট ৩০,০০০ মিটার এর মধ্যে ২০,০০০ মিটার স্টীল পাইল ফেব্রিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, মোট ১,২৯,০০০ টন স্টীল প্লেটের মধ্যে ১,২৫,০০০ টন স্টীল প্লেট ইতোমধ্যে সাইটে পৌঁছেছে। চীন ও বাংলাদেশে সু স্ট্রাকচার এর 3D Assembling কাজ চলমান আছে।
- মাওয়া Construction Yard এ ১৫০ মিটার স্প্যানের ৪টি ট্রাস ফেব্রিকেশনের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে মূল সেতুর ৮টি টেস্ট পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভায়াডাক্টের একটি অতিরিক্ত টেস্ট পাইলের কাজ এবং সেতুর alignment বরাবর ১৫০ মিটার প্রশস্ত করে চ্যানেল তৈরির কাজ চলমান আছে।
- জাজিরা ভায়াডাক্টের ৫৬টি Bored pile এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পাইলের ক্যাপ তৈরির কাজ চলমান আছে। এছাড়াও ট্রান্সিশন পিয়ারের ৩মিটার ডায়া বিশিষ্ট ৪টি Bored pile সম্পন্ন হয়েছে।
- নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ২৯ শতাংশ। নদীশাসন কাজের বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোনচিপস, সিলেট বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে Mobilisation প্রক্রিয়াধীন আছে।
- পুনর্বাসন খাতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬০৩.১৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২১০৩টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬০৮ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে পুনর্বাসন ও সার্ভিস এরিয়া এলাকাগুলোতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৭,৪৫৭টি গাছ লাগানো হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিকভৌত অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ৪০.৫ শতাংশ হয়েছে।

সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ াজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

-.-। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "Italian-Thai Development Public Company Limited" এর সাথে গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতঃমধ্যে ৫৬৫টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন, বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ির যে জ্বালানি ও মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজটনিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজিকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৮৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি নির্মাণে China Communications Construction Company (CCCC) Ltd. এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ এ টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া, সাভারের হেমায়েতপুর হতে সিরাজদিখান হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২০১৭ নাগাদ সম্পন্ন হবে। প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে দুটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী অংশে যানজট হ্রাস ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেটসহ পূর্বাঞ্চল এবং পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যানবাহনসমূহ ঢাকাকে বাইপাস করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি যাতায়াত করতে পারবে।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে চারটি রুট এলাইনমেন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি নির্মাণের লক্ষ্যে শীঘ্রই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর", "লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর", "কচুয়া-বেতাগী- পটুয়াখালী- লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি

নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থসহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

তাছাড়া, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনাসড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ০৪টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ.রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-১৬ সাল পর্যন্ত ৬,৮৩৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৮টি (উপ-প্রকল্প সহ ৪১টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে থোকসহ ৯,১১৪.৯৬কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ২৩৬.৮৭ কিঃমিঃ রেলপথ, ১৭৯টি সেতু, ৬৭টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ এবং ২৪৮.৫০ কিঃমিঃ রেলপথ ডুয়েল গেজে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ১,০৯০.৪৩ কিলোমিটার রেলপথ, ৫৯৭টি সেতু, ১৬০টি স্টেশন বিল্ডিং, ২৮৮টি যাত্রীবাহী কোচ, ২৭৭টি ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। রোলিংস্টকের সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০টি এমজিলোকোমোটিভ, ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ, ২৭০টি যাত্রীবাহী গাড়ী, ২০সেট ডিইএমইউ, ১৬৫টি বিজি এবং ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন, কন্টেইনার পরিবহণের জন্য ২৭০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দোহাজারি-কক্সবাজার - ঘুমধুম (১২৯.৫৮ কি:মি:), কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া- গোপালগঞ্জ- টুঙ্গিপাড়া (১৩২কি:মি:), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা (৬০কি: মি:), ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর (৭৮.৮০কি:মি:) এবং খুলনা- মংলা (৬৪.৭৫কি:মি:) নতুন রেললাইন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের দিন হতে রেল সার্ভিস চালু করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিঃমিঃ রেল লাইন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য 'বিশদ নকশা প্রণয়ন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রাবন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা'-শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত রেলওয়ের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রংপুর-ঢাকা, ঢাকা-সিলেট এবং ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধুসেতু পূর্বসহ বিভিন্ন রুটে মোট ১০৬টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং ৩০টি ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে, ইতোমধ্যে লাকসাম-চিনকি আস্তানা এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়েছে ও এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ চলমান আছে। জাইকা অর্থায়নে যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ১টি রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ১৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যমে পরিণত হবে। ২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের টি তথ্য সারণি ১১.৬-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.৬:বা য়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৪.৯৫	৭১০.০৬	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬*	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

গ. নৌযোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা হিসেবে নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদীতীরভূমির পুনঃদখলরোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন, ইত্যাদি করে থাকে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন

প্রকল্পের সংখ্যা ৩টি। জিওবি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে চলতি এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে যথাক্রমে ৫২৪.৬৩ কোটি টাকা এবং ২৭ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে মোট ১৪৪.৬১ কোটি টাকা এবং ১১.৭২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৫০৬.৬৪ কোটি টাকা। সারণি-১১.৭ এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি-১১.৭ বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.৫৮	৩৮৫.২৯	২৬.৭১
২০১৫-১৬	৫০৬.৬৪	৫২৪.৬৬	১৮.০২
২০১৬-১৭*	৩০৫.৫৪	২৮২.২৩	২৩.৩১

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ডিসেম্বর, ১৬পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি-১১.৮তে দেখানো হলোঃ

সারণি-১১.৮ বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৮-০৯	৯.১১	২৩.৩৫	৩২.৪৬
২০০৯-১০	৫.০০	৩৪.৯৬	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৮	৪৩.৬২	৬৮.১০
২০১২-১৩	৫১.৯৮	৪৪.৬৬	৯৬.৬৪
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১২৭.৬১	৫৬.৭২	১৮৪.৩৩
২০১৬-১৭*	৫৫.৫১	৭৪.৩৬	১২৯.৮৭

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ বিগত ৪ বছরে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ১৪টি ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও R.C.C Sinker প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন; অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ৮৫টি নতুন পন্টুন স্থাপন; উচ্ছেদকৃত নদীতীর পুনঃদখল রোধে ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, মাঝারি ও বড় ধরনের মেরামত শেষে মোট ১৬০টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ১৮৪টি জলযানের মাধ্যমে নৌ পথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে বিআইডব্লিউটিসি প্রায় ২৫,৮২৯.৩৯ লক্ষ টাকায় ১৭টি ফেরী, ৮টি পন্টুন, ৪টি সী-ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পন্টুন এবং ২টি যাত্রীবাহী জাহাজসহ সর্বমোট ৪৫টি নতুন জলযান নির্মাণ করে।নতুন জলযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫৩২১.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি এবং ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-১০ সালে ঘুর্ণিঝর সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সার্ভিস পরিচালনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রর্বতনের লক্ষ্যে ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সংস্থার ৪২টি জাহাজে Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল-মোড়লগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে। পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট ফেরি ঘাটে "Fare Automation System and Rapid Pass" চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিআইডব্লিউটিসি ফেরী সার্ভিস ও যাত্রীবাহী সার্ভিসের সেবার মান অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং নৌ পথে কন্টেনার সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪টি কন্টেনারবাহী জাহাজ নির্মাণ শেষে জুন, ২০১৭ এ সার্ভিসে নিয়োজিত করা হবে। এডিপিভুক্ত ও নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি ইমপ্রুভড কে-টাইপ ফেরী ও ২টি মিনি ইউটিলিটি ফেরী নির্মাণাধীন রয়েছে। সংস্থার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে মিডিয়াম ফেরী ঢাকা ও কুমিল্লা পুনর্বাসন আওতায় ফেরী 'কুমিল্লা' পুনর্বাসন শেষে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং ফেরী 'ঢাকা'র পুনর্বাসন কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১০৪৬.৮৫ কোটি টাকায় 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ৩টি রিভার ক্রজার, ৪টি অভ্যন্তরীণ ও ৩টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ৬টি কে-টাইপ, ৬টি ইউটিলিটি ফেরি, ২টি ট্যাংকার, ২টি ফায়ার ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ, ১টি কেবিন ক্রজার কাম-ইন্সপেকশন বোট সংগ্রহসহ বিআইডব্লিউটিসি ডকইয়ার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন উইঞ্চ ফর স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হবে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৯-তে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯ বিআ ১৫১ **ায়-ব্যয়ের বিবরণ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ	সুদ ও অবচয়	আয়কর	লভ্যাংশ প্রদান	নীট মুনাফা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০৩	১৮.৩০	০.০০	৩.০০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৫৮.১৮	২১.১০	০.০০	৫.০০	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	৪৬.২০	২১.৯২	০.০০	৫.০০	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	১৯০.৯৯	৮১.২২	২৩.১৪	০.০০	২.০০	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২০৭.২০	৯০.১৫	২৪.৮৮	০.০০	৩.০০	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩৬২.৭২	২৩৮.২৯	৮৮.৪৩	২৮.১৪	০.০০	৩.০০	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	২৬৩.৫০	৯৫.৬৮	৪০.৬৬	৩.৬০	৩.০০	৪৮.৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার বর্তমানে গড়ে শতাংশ ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক প্রতিবেশি দেশ সমূহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে তা প্রতিপালনে চট্টগ্রাম বন্দর প্রস্তুত এবং এ লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দরের দক্ষতা পরিমাপের সূচক হচ্ছে বন্দরের জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থানকাল ছিল ৫.০২ দিন। বন্দর প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে জেটি বার্থে তা দাঁড়িয়েছে গড়ে ২.৮৭ দিন এবং তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বন্দরের পরিচালন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন তথা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাহাজের অবস্থানকালের পাশাপাশি কন্টেইনারের অবস্থান কালও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনারের গড় অবস্থান ছিল প্রায় ২২.১২ দিন। বন্দর প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে তা প্রায় ১১.৫৪দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। সারণি ১১.১০-এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭) অর্থ বছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১০ চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্বউদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২০.১১	১০৬৫.৭১	৯৫৪.৪০
২০১৬-১৭ *	১৫৭৮.৮১	৮০১.৬১	৭৭৭.২০

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ,নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের গোড়াপত্তন হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দর বর্তমানে আধুনিক বন্দরে রুপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি জেটি, ৬টি মুরিং বয়া, ১৬টি এ্যাংকোরেজ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জেটির মাধ্যমে মোট ৩৫টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানজিট শেড, ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১০০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৭০ হাজার টিইউজ কন্টেইনার এবং ৬,০০০টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোংলা বন্দরে ৫২.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মালামাল ও ১৮২৭৩ টিইউজ কন্টেইনার, ১০৪৯০টি গাড়ি ছাড় করা হয়। এ বাবদ ১৪৭.০০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। নিম্নে সারণি ১১.১১ এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১১ মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭*	১৪৭.০০	১০৩.০০	৪৪.০০

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণসহ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০১৮-২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

মোংলা বন্দরে বর্তমানে মোট ৬৯৫.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ৮টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে বিভিন্ন ধরণের ৩০টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ, ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ, ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসাবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে। সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহির্নোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ার ওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য VHF বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। কাস্টমস্ ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্দর সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহির্নোঙ্গরে নিরাপত্তার জন্য ISPS কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চি করার জন্য ১০০০ KVA এর ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টে স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ছাড়া বন্দরে আগত বৈদেশিক জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাহাজ ভিড়ানোর জন্য ১টি পন্টুন জেটি ও ২টি ৫ টন ক্ষমতার বৈদ্যুতিক ক্রেন স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নতর করাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে আরো ১১টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারি, আখাউড়া, ভোমরা ও নাকুরগাঁও স্থলবন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্দা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। তামাবিল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা জুন, ২০১৭ এ সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, তেগামুখ, দৌলতগঞ্জ, চিলাহটী,ধনুয়া-কামালপুর, শেওরা ও বাল্লা ৬টি শুল্ক ষ্টেশনকে নতুন স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে।বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে ভারতীয় পেট্রোপোল আইসিপি'র সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১২ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৭	১.৭৭
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৬৮.২৫	৩৫.৬৮	৩২.৫৭
২০১৬-১৭*	৫৪.০৮	২৫.২৫	২৮.৮৩

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর দেশের আভ্যন্তরীণ, উপকুলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দূর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশি জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌনীতিমালা, নৌআইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আংটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি।২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩ নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৯-১০	৯.২৫	১১.৬৭	৪.৬৩
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭*	১৩.৫১	২৩.১৪	৭.৪৫

উৎসঃ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর হতে ক্রমাগত প্রচেষ্ঠা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৩৮টি জাহাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রির পর বর্তমানে বিএসসি'র বহরে মোট ৩টি জাহাজ রয়েছে। যার মধ্যে ১টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার।

বিএসসি'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের সিংহভাগ পরিবহণ করা যা বর্তমান জাহাজ স্বল্পতার কারণে সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের রুপকল্প ২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকার ও সাইজের বেশ কয়েকটি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে (১) চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকর ও ৩টি নতুন বাল্কক্যারিয়ার। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং জাহাজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। (২) সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ১টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাভ করেছে। (৩) দাতা দেশ/সংস্থার নিকট হতে ঋণ সহায়তার নিকট হতে ঋণ সহায়তার আওতায় ২টি নতুন কেমিক্যাল/ক্রড অয়েল ট্যাংকার (৪) ২টি নতুন মাদার ট্যাংকার ক্রয় (৫) ১০টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার (৬) ৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় (৭) ২টি নতুন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহণ উপযোগী) ক্রয় ও (৮) ২টি নতুন মাদার প্রডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহন উপযোগী) ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন/অব্যাহত আছে। ঢাকায় সংস্থার নিজস্ব জমিতে ইতোমধ্যে ১,২৯,০০০ বর্গফুটের ২৮ তলা ভবনের শতভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে অটোমেশন কর্মসূচির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৪ বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)	অপচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ সহ লাভ/ (লোকসান)
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	-১০.২৬	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৩	১৪.৪৭	১৬.৩০
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩	১৭.৮৯	১৯.৫২
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭	১১.৫৮	১৪.৯৪
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪	১.৯৮	৭.৩২
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩	১.৮৫	৮.৫৮
২০১৬-১৭*	৪৯.০৫	৩৯.৮৮	৯.১৭	০.৮৪	১০.০১

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের 'আন্তর্জাতিক পেশাগত দক্ষতা মান' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৪ হাজারেরও বেশি চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরি করেছে, যা চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৯৮০ সাল থেকে প্রিপারেটরী ও এনসিলারী কোর্সের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার মেরিনার উচ্চতর পেশাদার প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রীকে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (বিএমএস) অনার্স ডিগ্রীতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে ৪ তলা ফিমেল ক্যাডেট ব্লক এবং ৪ তলা সি-ফেয়ারার্স (মেরিনার্স ডরমেটরি) ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের সম-অধিকার নিশ্চিত ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ প্রবর্তিত হয়েছে। ফিমেল ক্যাডেটগণ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে নিয়োগ লাভ করেছে। IMO STCW Convention 2010 এর চাহিদা অনুযায়ী একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ কোর্স আধুনিকীকরণ হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৩৫ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, প্রায় সকলেই দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগলাভ করে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুয়ায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (IMO) Standard of Training Certificatiom & Watch keeping for seafarers (STCW) as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। (Human resource development in maritime sector) তাছাড়া, চাকরিরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয়। এখান থেকে প্রশিক্ষিত নাবিকগণ দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার নদীর যথাযথ রক্ষাণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণ যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই কমিশনের উপর অর্পন করা হয়।কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কমিশন ২০১৬-১৭ বছরের নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সাথে বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। দেশের নদ নদী রক্ষার জন্য বাস্তব সম্মত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ প্রবাহমান মৃত ও বিলুপ্ত নদীভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য সমন্বয় করে জাতীয় নদী

তথ্য ভান্ডার সৃষ্টির জন্য ১ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নদী পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ে উন্নয়ন মূলক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও যোগাযোগ সহজতর হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ নিয়মিতভাবে সারাদেশে নদনদী জলাশয় পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং করছে।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO) এর সদস্য রাষ্ট্র। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিমানযানের নিয়ন্ত্রণ ও বিমান চলাচল অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি-বিদেশি বিমানযানের সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর এবং ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে । কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে । যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও ২টি ষ্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। ২০০৮-০৯ সাল থেকে ২০১৬-১৭অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৫ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৮-০৯	৪১২.৪৮	২০৩.৬০	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৪	২৫৮.১৯	২৯২.৯৪
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৭	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪	১০২৬.২৮	৪২৭.৬৮	৫৯৮.৬০
২০১৪-১৫	১২২০.৮০	৪৮১.১৩	৭৩৯.৬৬
২০১৫-১৬	১৩৩০.০৬	৭১০.৯৭	৬১৯.০৮
২০১৬-১৭*	৮৭৫.০০	৬০১.০৭	২৭৩.৯২

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিমান ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপের ১টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। সারণি ১১.১৬ -এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৬ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	৪৬.০২
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৭৬০.১২	৩৯৫৮.৯২	১৯৮.৮০
২০১৪-১৫	৪৬৮৭.৩৪	৪৪১৫.১১	২৭২.২৩
২০১৫-১৬	৪৮৩৫.৬৩	৪৫৫৯.৬৪	৩২৪.১৩
২০১৬-১৭*	২৬০৭.৮১	২২৯০.৬৯	৩১৭.১২

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। *জুলাই-ডিসেম্বর।

বিমান বহরে বর্তমানে ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি ৭৭৭-২০০ইআর, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এবং ২টি ড্যাশ৮-কিউ৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১২টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এছাড়া ২টি এ ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজ ফেইজ আউট করার লক্ষ্যে গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০টি উড়োজাহাজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিমান ও বোয়িং কোম্পানির মধ্যে ২০০৮ সালে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বিমান ইতোমধ্যে ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ২০১১ ও ২০১৪ সালে এবং ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ২০১৫ সালে সংগ্রহ করেছে। অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ ২০১৮/২০১৯ সালে বোয়িং কর্তৃক বিমানের নিকট হস্তান্তর করা হবে। উড়োজাহাজ বহরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান ইজিপ্ট এয়ার হতে মার্চ ও মে, ২০১৪ সালে ০২টি ৭৭৭-২০০ ইআর এবং অভ্যন্তরীণসহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক রুটে সার্ভিস পরিচালনার জন্য স্মার্ট এভিয়েশন হতে এপ্রিল, ২০১৫ সালে ৭৪ আসন বিশিষ্ট ২টি ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদের জন্য ড্রাই লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,১৬,৭২৯ জন যাত্রী এবং ৪২,০৩৮ টন কার্গো পরিবহণ করেছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় যাত্রী পরিবহণ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে কার্গো পরিবহণ ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকৃত মোট ১,০১,৮২৭

জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ৪৯,৫৪৫ জন হজ্জযাত্রী পরিবহণ করেছে।

যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে আগস্ট, ২০১৫ হতে SMS (Short Message Service) সুবিধা চালু করা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের 'সি'-চেক মেইনটেন্যান্স সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের 'এ' চেক পর্যন্ত সকল ধরনের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৭ হতে দিল্লী ও হংকং স্টেশনে পুনরায় ফ্লাইট চালু এবং নতুন গন্তব্য যথাঃ গুয়াংজু, কলম্বো ও মালে-তে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তি সঙ্গত, ব্যয় সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কার্যক্রম শুরু করে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিটিআরসি কাজ করছে। সারাদেশে বিশেষ করে সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যমান সব শক্তি সামর্থ্য ও অবকাঠামো সমন্বিত-ভাবে কাজে লাগানোর জন্য বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারণার চাইতে অনেক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, জানুয়ারি, ২০১৭- এ সংখ্যা ১২.৮ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৭ এ ২০০৭ থেকে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনে মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি এবং সারণি ১১.১৮ এ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৭ মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১২.৮৩
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১	০.১১	০.০৭২	০.০৬৯
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩০	১২.৭১	১২.৮৯৭
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৬.৬৭
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮২.১৭

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৮বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.৮৭
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.১৩
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৬৪
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	০.৮১
৫.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৩৮
৬.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ(সিটিসেল)	০.০০
	মোট	**১২.৮৩**

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৪.৪৫ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ছিল ৬.৭৭ লক্ষ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিটিসিএল ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে থেকে বর্হিগামী কল ছিল ৩.৪ কোটি মিনিট এবং অন্তর্মুখী কল

ছিল ৪৬১.৭ কোটি মিনিট। এসময় ৬৪টি জেলায় ২৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ছিল ২০.৬ হাজার। এ পর্যন্ত বিটিসিএল এর নতুন সেবা জিপন ভিত্তিক ১ থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে ১৬৭টি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তে লিজড লাইনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যান্ডউইথ নেওয়া গ্রাহকের সংখ্যা ৮৪০ এবং তাদের ব্যবহৃত মোট ব্যান্ডউইথ ৮১ গিগাবিট/সেকেন্ড। ১ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বসাধারণের জন্য বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে ফলে বাংলা ভাষায় ওয়েব সাইট ঠিকানা নেওয়া যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত bd ডোমেইন নিবন্ধিত আছে ৩৮৩৯৮টি এবং বাংলা ডোমেইন নিবন্ধিত আছে ১৫৩টি। বর্তমানে বিটিসিএল এর কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৯ বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৮-০৯	১৫০০	১৭২০	১৬২২
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪১	১৩৪৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭*	৯৮২	২৮৮	৪১১

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডনভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে 'বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- **দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্তকরণঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে একটি মাত্র সাবমেরিন কেবল্ SEA-ME-WE-4 থাকায় এর বিকল্প হিসেবে ২য় সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যথা সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন কেবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে গত ৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২মে, ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ইকুইপমেন্ট স্থাপন, সাবমেরিন কেবল স্থাপন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ২য় সাবমেরিন কেবল এর ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে।
- **ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাসকরণঃ** জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কয়েক দফা মূল্য হ্রাস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে শুল্ক কমানো ও অন্যান্য নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টানেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অনুমোদিত আইপি ট্যারিফ হিসেবে সর্বনিম্ন মেগাবিট প্রতি ৫৬২.৫০ টাকাধার্যকরাহয়েছে।
- **ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে ব্যান্ডউইথ লীজ প্রদানের উদ্যোগঃ** ভারতের বিএসএনএল এর সাথে আইপি ট্রানজিট লীজ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তিগত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়কালে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারত এর উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ বাংলাদেশ হতে লীজ নিয়েছে যা ৪০ জিবিপিএস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। গত ২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে লীজ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
- **ব্যান্ডউইথ ব্যবহার বৃদ্ধিঃ** বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে বিগত পাঁচ বছরে সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বেড়ে ডিসেম্বর, ২০১৩-তে প্রায়

৩৮ জিবিপিএস হয়। ছয়টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কিছুটা কম ব্যবহৃত হয়ে ২৬ জিবিপিএস -এ দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ব্যান্ড উইডথ এর মূল্যহ্রাস ও গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বেড়ে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২০৭ জিবিপিএস এ দাঁড়িয়েছে। পুঁজি বাজারের তালিকাভুক্ত এ সংস্থার রাজস্ব পরিস্থিতি সারণি ১১.২০-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.২০ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
রাজস্ব আয়	৮৫.০২	১২৫.৫০	১৪৪.১৫	৯৪.৭৮	৬১.৬৫	৬২.২৮	৪৮.৭২
রাজস্ব ব্যয়	৩০.৫৪	৪২.৩৭	৩৪.৫৬	৪৫.৯৭	৪৭.৭৫	৪৪.৪১	৩৫.৫২
নীট মুনাফা (করপূর্ব)	**৫৪.৪৮**	**৮৩.১৩**	**১০৯.৫৯**	**৪৮.৮১**	**১৩.৯০**	**১৭.৮৭**	**১৩.২০**

উৎসঃ বিএসসিসিএল *ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত*

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুই ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। একটি ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা এবং অপরটি এজেন্সি সেবা।

ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ :

ক. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ডাক আদান-প্রদান ও বিলি
খ. পার্শ্বেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
গ. রেজিস্ট্রেশন
ঘ. বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
ঙ. ভিপিপি
চ. জিইপি সার্ভিস
ছ. ইএমএস সার্ভিস।
জ. ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস)
ঝ. রেজিঃ নিউজ পেপার
ঞ. ই-পোস্ট
ট. ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ, পরিবহণ ও বিতরণ
ঠ. ইলেকট্রনিক মনি অর্ডার সার্ভিস
ড. মনি অর্ডার সার্ভিস
ঢ. পোস্টাল ক্যাশকার্ড
ণ. ই-কর্মাস

ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবাগুলো নিম্নরূপ :

ক. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব)
খ. সঞ্চয়পএ(বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
গ. ডাক জীবন বীমা
ঘ. প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
ঙ. রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
চ. বিড়ি ব্যান্ডরোল বিক্রয়
ছ. সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ
জ. ইনকামিং ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্র ও পার্শ্বেলের সংখ্যা ৬.০০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মনি অর্ডার সার্ভিস থেকে আয় ০.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা ও উঠানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৬১৮২.১ কোটি টাকা এবং ২৭৭৬.২৬ কোটি টাকা, সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ১২,৩৪৯.৯৫ কোটি টাকা এবং ৩,০০১.৫৩ কোটি টাকা ডাক জীবন বীমা খাতে প্রিমিয়াম আদায় ও খরচের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৪৯.৬৭ কোটি টাকা এবং ৭৭.৪৬ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) 'ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাজ যেমন: স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তিতে ডাক বিভাগকে সজ্জিত করে দেশিয় ও আন্তঃদেশিয় পোস্টাল মার্কেটে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, পোস্ট অফিস সার্ভিস চার্টার অনুসরণ,ডাক বিভাগে ট্র্যাকিং এন্ড ট্রেসিং সুবিধাসমূহ বর্ধিতকরণ, বৃহৎ ডাটা ব্যবস্থাপনা তৈরি ও রেকর্ড সুরক্ষা। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ডাক অধিদপ্তরের দৈনন্দিন কার্যাবলী কম্পিউটারের

মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, গ্রাহক সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ডাকঘরের সনাতন কার্য পদ্ধতির আমূল সংস্কার ঘটবে।

(খ) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী ডাকঘর অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে যা ডাক সেবা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পল্লী ডাকঘরগুলো আশ্রয়ন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

(গ) 'Post e-Center for Rural Community' শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রাম পর্যায়ে Internet সেবা ও সুবিধা সম্প্রসারণ। ডাক অধিদপ্তর গ্রামীণ অঞ্চলসহ সমগ্রদেশে প্রায় ৮,৫০০টি শাখা ডাকঘর এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরের মাধ্যমে তথা আউটলেটের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলের অনগ্রসর জনসাধারণের নিকট ইন্টারনেটের প্রায় সকল সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে আইটি/আইটিইএস খাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নমেন্ট, কানেক্টিভিটি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে Interoperability সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য আইসিটি অবকাঠামো একত্রীকরণ; বিদ্যমান আইসিটি পরিকাঠামোর জটিলতা দূরীকরণে; আউট সোর্স আইটি সলিউশন প্রদান করতে; একইভাবে নতুন বিনিয়োগের সামগ্রিক ঝুঁকি এবং আইটি মালিকানা খরচ কমাতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক Bangladesh National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়ন করা হচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার জন্য আইসিটি রোডম্যাপকরণ ও সকল কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে; 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটিও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তরের সকল রিসোর্স যেমন- অর্থ-সম্পদ (বাজেট ও হিসাব), মানবসম্পদ, প্রকল্প, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ERP (Enterprise Resource Planning) Solution বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অফিসে ব্যবহার করার জন্য একটি ERP Solution তৈরি করার লক্ষ্যে 'ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং মোবাইল কোর্টের ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি সামগ্রী সরবরাহ করা এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং কোর্টের কর্মচারিবৃন্দকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ই-এক্সিকিউটিভ মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান বাড়াতে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান-প্রদানে দেশিয় ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) 'আলাপন' চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েবসাইট ও দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে। এছাড়া e-TIN এবং জন্ম নিবন্ধনে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসহ ৬৪টি জেলা ও ৬৪টি সদর উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিয়াল টাইম প্রশাসন প্রবর্তন ও ফলপ্রসু ই-গভণর্মেন্ট বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী উপযুক্ত পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন স্থাপন করার লক্ষ্যে 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (বাংলা গভঃনেট)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভার্ণমেন্ট ২য় পর্যায় (ইনফোসরকার-২)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮,১৩০টি সরকারি দপ্তরে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় ৮০০টি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ২,৬০০টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি এবং ১,০০০ পুলিশ অফিসে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প এবং এ দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে ৭৭২টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত "Establishment of ICT Network to Remote Areas (Connected Bangladesh)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

করা হয়েছে।জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সরকারিভাবে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করাসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, ডাটা সেন্টার হতে National e-Service Hosting Service-সহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর Tier-4 National Data Centre- হতে National e-Service Hosting Service-সহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হবে। গাজিপুরের কালিয়াকৈর Tier-4 National Data Centre ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে National Data Centre এর ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

বিসিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিকেআইআইসিটি ও ৬টি বিভাগীয় সদর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে কাস্টমাইজড কোর্সে ৪৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবছর চাকরি মেলার আয়োজন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ পর্যন্ত ২২৩ জনের চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য 'Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০,০০০ জন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে স্বনামধন্য ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ১৫২টি ব্যাচে ৪,৪৬৬ জন শিক্ষার্থীর 'Foundation Skills শীর্ষক' প্রশিক্ষণ এবং IT শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ১৫২টি ব্যাচে ৪,৪৬৬ জনের Top-up IT,শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং ৪,১৩৭ জনের Foundation Skills শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩২টি আইটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে FTFL (Fast Track Future Leader) প্রোগ্রাম কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৯৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ২৬৩ জনকে চাকরি ও ৪৩ জনকে ইন্টার্ণশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২,৯০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি/আইটিইএস সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে "সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) প্রকল্পের আওতায় Skill Enhancement Program, Mid-Level Program, C-Level Training Program, Capacity Building in Public Sector, IT Training for IT students from Infosys in Bangalore, Oracle & SAP বিষয়ে প্রায় ৬,৩৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নারী ১,৩০৫ জন এবং পুরুষ ৪,৭৩৬ জন। এছাড়াও মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের Software Testing & Quality Assurance Lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Animation Lab ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে Robotic Lab স্থাপন করা হয়েছে।

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে "iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধেরও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের জন্য সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক - 'Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাইবার আক্রমন ও অপরাধ মোকাবেলায় এলআইসিটি প্রকল্পের অধীনে BDG e-Gov CIRT বা ই-গভর্মেন্ট সিইআরটি (কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। BDG e-Gov CIRT সাইবার আক্রমণ মোকাবেলা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব সিআইআরটি গঠনে সহায়তা করছে।

এ পর্যন্ত ৭০টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের ভালনেরাবিলিটি টেস্ট করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৫৫৬ জনকে সাইবার সিকিউরিটি ডিজিটাল ফরেনসিক, ইথিক্যাল হ্যাকার (সিইএইচ), ম্যালওয়্যার অ্যানালাইসিস, ম্যানেজিং ডিজিটাল, ফরেনসিক ল্যাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বন্দর, নাটোরের সিংড়া, কুমিল্লা সদর, নেত্রকোনা সদর, বরিশাল সদর এবং মাগুরা সদরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ই-সেবা এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ডাটা সংরক্ষণের জন্য কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে Tier-4 মানের ডাটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার ৩য় পর্যায়)' প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২,৬০০টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। আইসিটি খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।